নিয়ন্ত্রণ সূচী

জেলা	বন্দের নাম	হলুদ আঠালো ফাঁদ লাগানোর তারিখ	কীটনাশক স্প্রে করার শেষ	পলুর ডিম মুখানোর তারিখ
মালদা	ভাদুরী (আগষ্ট)	১লা জুন	১৭ই জুলাই	২রা - ৬ই আগষ্ট
	অগ্রহায়নী (নভেম্বর)	১০ই সেপ্টেম্বর	১৫ই অকেক্টাবর	১লা - ৫ই নভেম্বর
মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং নদীয়া	আশ্বিনা (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর)	২০শে জুলাই	৭ ই আগষ্ট	২২-২৮শে আগষ্ট
	অগ্রহায়নী (নভেম্বর)	১০ই অক্টোবর	১৫ই অক্টোবর	১লা - ৫ই নভেম্বর

মনে রাখবেন ঃ

- উল্লিখিত তারিখের পর কখনই স্প্রে করে পলু পালন করা যাবে না।
- সর্বদা পাতার তলার দিকে স্প্রে করতে হবে। বাতাস যে দিক থেকে বইছে, জমির সেইদিক থেকে এবং স্প্রেয়ারের নজেলের মুখ উপরের দিকে করে গাছের গোড়া থেকে ডগার দিক বরাবর স্প্রে করা দরকার।

প্রকাশকঃ

ডঃ কণিকা ত্রিবেদী

অধিকর্তা

কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড ঃ ভারত সরকার

বহরমপুর - ৭৪২ ১০১, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

দূরাভাষ ঃ (03482) 251046 / 253962 / 63 / 64 ফ্যাক্স ঃ +91 3482 251233

ইমেল ঃ csrtiber.csb@nic.in / csrtiber@gmail.com

বাংলা অনুবাদ ঃ বিপদ কর্মকার

Publication committee : Dr. S. Roy Chowdhuri, Dr. S. Chattopadhyay, Mr. D. Das and Mr. T. K. Maitra

তুঁত চাষে
সাদা মাছির নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

দেবজিৎ দাস, স্বপন কুমার মুখোপাধ্যায়
এবং এন. ললীতা

কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড, বস্ত্র মন্ত্রালয়, ভারত সরকার
বহরমপুর-৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ

উচ্চ ফলনশীল সংকর প্রজাতি ও দ্বিচক্রী পলু পালনের জন্য উন্নত গুণমানের তুঁত পাতার প্রয়োজন। গাঙ্গেয় পশিচমবঙ্গে বিশেষতঃ আগষ্ট থেকে জানুয়ারী মাসে সাদা মাছির আক্রমণের ফলে তুঁত পাতার ব্যপক ক্ষতি হয়। সাদা মাছির দুটি প্রজাতি এই ক্ষতির জন্য দায়ী। সাদা মাছির আক্রমণ ও তার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হল ঃ-

আক্রমণ ও ক্ষতির ধরণ ঃ পূর্ণাঙ্গ সাদা মাছি ও নিম্ফ (অপরিণত দশা) গুলি কচি পাতার রস শুষে নেয়। ফলে উপরের পাতা হলদে হয়ে যায় ও মাঝের পাতাগুলি কুঁকড়ে যায়। এর ফলে পাতার গুণগত মান কমে যায় ও পাতা তাড়াতাড়ি ঝরে যায়।

নীচের পাতার তলায় অপরিণত সাদা মাছি (নিম্ফ) গুলি মধু জাতীয় রস বের করে। এই মধু জাতীয় রস, এক ধরনের ছত্রাকের (শুটিমল্ড) বংশ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এর ফলে পাতার উপরের অংশ কালো আস্তরনে ঢেকে যায় ও পলু পালনের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

সাদা মাছি প্রায় ত্রিশ (৩০) ধরনের আগাছা ও বিভিন্ন ফসল আক্রমণ করে যার মধ্যে কলা, বেগুন, টমাটো, লাউ, পটল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আক্রমণের সময় ঃ সারা বছরই এদের আক্রমণ দেখা যায় তবে জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এদের প্রভাব বেশী থাকে। সাদা মাছি আক্রান্ত তুঁত পাতা খাওয়ালে গুটির মান ও উৎপাদন কমে যায়। সাদা মাছির আক্রমণের ফলে প্রায় ২৪% পাতার ফলন হ্রাস হয় এবং বেশী মাত্রায় আক্রমণ হলে ৭০-৮০% পর্যন্ত ফসলের ক্ষতি হতে পারে। গাছ প্রতি সাদা মাছির সংখ্যা ২০ বা তার বেশী হলে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে।

সাদা মাছির নিয়ন্ত্রণ ঃ

- তুঁত বাগানের চারিপাশ আগাছা মুক্ত রাখুন ও বাগানের কাছাকাছি সব্জীর চাষ না করাই ভাল।
- আক্রান্ত গাছের পাতা ঝরিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন।
- নতুন এলাকাতে তুঁত কাঠি সরবরাহ করবার সময় উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন, যাতে এই মাছি না ছড়ায়।
- জুন থেকে নভেম্বর মাসে ডাল কাটার ১৫ দিন পর বিঘা প্রতি ২০টি হলুদ আঠালো ফাঁদ (২'×১') লাগান। দুটি বাঁশের কাঠিতে হলুদ প্লাসটিক চাদরে সাদা আঠা (গ্রীস) লাগিয়ে এই ফাঁদ তৈরী করা যায়।
- *ব্রুমাইডস সুটুরালিস* নামে এক ধরনের বন্ধু পোকা বিঘা প্রতি ১৬০ জোড়া ছাড়লে এরা সাদা মাছির আক্রমন অনেকটা কমিয়ে দেয়। এই বন্ধু পোকাগুলি তুঁত বাগানে বেশী সংখ্যায় থাকলে অন্য শোষক পোকার আক্রমণ কমে যায়।
- তুঁত বাগানে এক ধরনের লাল রঙের বন্ধু পোকা *মাইক্রাসপিস ডিসকলার* দেখা যায়, এদের সংরক্ষণ করলে সুফল পাওয়া যায়। সাদা মাছির আক্রমণ বেশী মাত্রায় দেখা দিলে রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, যেমন ১.৫% নিমতেল বা ০.১% ডাইক্লোরভস্ বা ০.০১৫% থায়ামিথোক্সম স্প্রে করলে এর আক্রমণ কমানো যায়। স্প্রে করার ১৫ দিন পর পাতা খাওয়ানো চলে।

কীটনাশক	বাণিজ্যিক	প্রয়োজনীয় পরিমাণ
নিমতেল (১.৫%)	১৫০০ পি. পি. এম ৩০০০ পি. পি. এম ৫০০০ পি. পি. এম ১০০০০ পি . পি. এম	১৫০ মি. লি. বা ৩০ চামচ নিম তেল + ১০ মি.লি. সাবান জল ৭৫ মি.লি. বা ১৫ চামচ নিম তেল + ১০ মি.লি. সাবান জল ৪৫ মি.লি. বা ৯ চামচ নিম তেল + ১০ মি.লি. সাবান জল ২৩ মি.লি. বা ৪.৫ চামচ নিম তেল + ১০ মি.লি. সাবান জল
ডাইক্লোরভস্ (০.১%)	৭৬% ই সি (EC)	৩ চামচ (১৫ মি.লি.)
থায়ামেথোক্সম্ (০.০১৫%)	একতারা (ACTARA) ২৫ ডব্লু জি (WG)	৫ গ্রাম বা ছোট প্যাকেটের পুরোটা